কোরবানির ঈদে জাল নোটের ‘বিস্তৃত জাল’

কোরবানির ঈদকে ঘিরে সক্রিয় হয়ে উঠেছে জাল নোট কারবারিরা। সারা বছরই এ চক্র কাজ করে। তবে দুই ঈদে বেশি সক্রিয় থাকে। বিশেষ করে কোরবানির পশুর হাটের মৌসুমি ব্যাপারীরা এ চক্রের হাতে প্রতারিত হন। এছাড়া অন্যান্য ক্রেতা-বিক্রেতা তো আছেনই। গত এক মাসেই প্রায় সাড়ে চার কোটি টাকার জাল নোট উদ্ধার করা হয়েছে। এছাড়া গত দেড় বছরে প্রায় ১৭ হাজার জাল নোট ধরা পড়েছে। যা টাকার অঙ্কে প্রায় দেড় কোটি টাকা। সব মিলিয়ে গত ১৯ মাসে সারা দেশে প্রায় ৬ কোটি টাকার জাল নোট ধরা পড়েছে।

সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংকের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) শফিকুর রহমান যুগান্তরকে বলেন, বছরে প্রত্যেক ব্যাংকে গড়ে ৪০০-৫০০টি জাল নোট ধরা পড়ে। আমি যখন এমডি ছিলাম তখন এমন চিত্র ছিল। এখন কমবেশি হতে পারে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের হালনাগাদ প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত ১৮ মাসে (২০১৯ ও ২০২০ সালের ছয় মাস) ১৬ হাজার ৯৯১টি জাল নোট ধরা পড়েছে। যার পরিমাণ ১ কোটি ৪১ লাখ ৫৫ হাজার ৭৫০ টাকা। এর মধ্যে এক হাজার টাকার জাল নোটই রয়েছে ১২ হাজার ৪৫০টি। টাকার অঙ্কে যা ১ কোটি ২৪ লাখ ৫০ হাজার টাকা। এছাড়া ৫০০ টাকার ৩ হাজার ৩১৮টি বা ১৬ লাখ ৫৯ হাজার টাকা, ১০০ টাকার ১৫৩টি নোট বা ১৫ হাজার ৩০০ টাকা এবং ৫০ টাকার ৬২৯টি নোট বা ৩১ হাজার ৪৫০ টাকা ধরা পড়ে। চলতি বছরের মাত্র ৬ মাসে (জানুয়ারি-জুন পর্যন্ত) ১ হাজার ২৩১টি জাল নোট ধরা পড়ে। এর মধ্যে ১ হাজার টাকার নোটই ৭৪৯টি। বাকিগুলো ৫০০ ও ১০০ টাকার নোট। এ সময় ৪৮টি ঘটনায় মামলা করা হয়। প্রতিবেদনে আরও দেখা যায়, ২০১৯ সালে ১৫ হাজার ৭৬০টি জাল নোট ধরা পড়ে। যার ১১ হাজার ৭০১টিই ১ হাজার টাকার নোট। বাকিগুলো ৫০০, ১০০ ও ৫০ টাকার নোট ছিল। এ সময় মামলা করা হয় ১৭৫টি।

এদিকে গত এক মাসেই সাড়ে ৪ কোটি টাকার জাল নোট উদ্ধার করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৮ জুলাই পুরান ঢাকার বংশাল ও দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৩৫ লাখ টাকার জাল নোট এবং তা তৈরির বিভিন্ন উপকরণসহ তিনজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তার আগে ৩০ জুন মিরপুর ও বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার দুটি বাসা থেকে ৪ কোটি টাকার

জাল নোটসহ ছয়জনকে গ্রেফতার করেছিল র্যাব। এছাড়া ২০ জুলাই রাজধানীর বড় মগবাজার ও ২৩ জুলাই টাঙ্গাইল সদর উপজেলার করটিয়া পূর্বপাড়া থেকে বিপুল পরিমাণ জাল টাকা উদ্ধার করা হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্রে জানা গেছে, গত দুই দশকে সারা দেশে জাল নোট সংক্রান্ত মামলা হয়েছে ৮ হাজার ৩৬৬টি। অনেক মামলা নিষ্পত্তি হলেও এখনও ২ হাজারের বেশি মামলা তদন্তাধীন রয়েছে। এ বিষয়ে জানতে চাইলে বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা যুগান্তরকে বলেন, জাল নোটের মামলায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সাক্ষী আদালতে আসেন না। আবার এলেও আসামিপক্ষের আইনজীবীরা দীর্ঘসূত্রতা তৈরি করেন। এতে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন তারা। এক পর্যায়ে আসামি পার পেয়ে আবারও একই অপকর্মে জড়িয়ে পড়েন।

সূত্র জানায়, ‘জাল মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ আইন, ২০২০’-এর খসড়া চূড়ান্ত করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এই খসড়ার ওপর এখন অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ অংশীজনের মতামত নিচ্ছে। খসড়া আইনে শাস্তির বিষয়ে বলা হয়েছে, কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে যত বেশি নকল মুদ্রা তৈরি বা সরবরাহের অভিযোগ প্রমাণিত হবে, তার দণ্ড তত বেশি হবে। যে কোনো মূল্যের ১০০টির কম জাল মুদ্রা পাওয়া গেলে দুই বছর কারাদণ্ড বা অনূর্ধ্ব এক লাখ টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ড হবে। এতে বলা হয়েছে, জাল মুদ্রা প্রস্তুত, ধারণ, বহন, সরবরাহ, আমদানি-রফতানি এবং মুদ্রা প্রস্তুতে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতিসহ আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি সম্পর্কে তথ্য দিলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে সরকার থেকে পুরস্কৃত করা হবে।

আইনের খসড়ায় বলা হয়েছে, এখন থেকে জাল নোট বিষয়ে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান মামলা করতে পারবে। এতদিন শুধু পুলিশ জাল মুদ্রার মামলা করতে পারত। আবার কারও কাছে জাল মুদ্রা থাকলেই তার বিরুদ্ধে মামলা করা যাবে না। ওই জাল মুদ্রার বাহক আত্মপক্ষ সমর্থন বা নিজেকে নির্দোষ প্রমাণের সুযোগ পাবেন। বাহক যদি প্রমাণ করতে পারেন যে, তিনি সরল বিশ্বাসে ওই মুদ্রা বহন এবং বৈধ লেনদেনের অংশ হিসেবে ধারণ করেছেন, তাহলে তার বিরুদ্ধে কোনো মামলা হবে না। তবে জাল মুদ্রার বাহক কোথা থেকে তা পেয়েছেন, তা প্রমাণ করতে হবে। অবশ্যই এক্ষেত্রে জাল মুদ্রার সংখ্যা দশ পিসের কম হতে হবে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট একজন কর্মকর্তা বলেন, এতদিন সিভিল পেনাল কোড অনুযায়ী জাল নোটের অপরাধীদের বিচার হতো। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় দুর্বলতা ছিল যার কাছে জাল নোট পাওয়া যেত, তাকেই

দোষী সাব্যস্ত করা হতো। এজন্য প্রস্তাবিত আইনে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ রাখা হয়েছে। সূত্র-যুগান্তর

২৪ ঘণ্টায় দেশে করোনায় আরও ৩৫ জনের মৃত্যু

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে আরও ৩৫ জনের মৃত্যু হয়েছে।

মঙ্গলবার দুপুরে নিয়মিত স্বাস্থ্য বুলেটিনে এ তথ্য জানান স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক নাসিমা সুলতানা।

এছাড়া গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করোনা আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছে ২ হাজার ৯৬০ জন।

দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় ২৯৬০ জনের করোনা শনাক্ত

দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনাভাইরাসে (কোভিড-১৯) আক্রান্ত হয়েছেন আরও ২৯৬০ জন।

আজ দুপুর আড়াইটার দিকে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অনলাইন মিডিয়া বুলেটিনে এ তথ্য জানান অতিরিক্ত মহা-পরিচালক অধ্যাপক নাসিমা সুলতানা।

এদিকে, দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনাভাইরাস কেড়ে নিয়েছে আরও ৩৫ জনের প্রাণ। ফলে ভাইরাসটিতে মোট মৃত্যু হয়েছে তিন হাজার জনের।

[redacted]

[redacted]

শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার ৫৫ দশমিক ৫৯ শতাংশ ও মৃত্যুর হার ১ দশমিক ৩১ শতাংশ।

গত বছরের ডিসেম্বরে চীন থেকে উৎপত্তি হওয়া প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস বাংলাদেশসহ বিশ্বের ২১৩টি দেশ ও অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে।

গত ১১ মার্চ করোনাভাইরাস সংকটকে মহামারী ঘোষণা করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)।

বাংলাদেশে প্রথম কোভিড-১৯ রোগীশনাক্ত হন ৮ মার্চ এবং এ রোগে আক্রান্ত প্রথম রোগীর মৃত্যু হয় ১৮ মার্চ। সুত্র-যুগান্তর

বন্যাকে সঙ্গী করেই চলছে বাংলাদেশ

বর্ষা আসে, সঙ্গে আসে বন্যা। প্রতি বছরের মতো এ বছরও ধেয়ে এসেছে বন্যা। ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে ফসলের খেত, খামার। উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢল, বৃষ্টির পানির তোড়ে ডুবে গেছে শহর, গ্রাম।

এ বছর আষাঢ় মাসেই দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চল ডুবে গিয়েছিল। সেই পানি যেখান দিয়েই নেমে আসছে সেসব এলাকাই তলিয়ে গেছে পানির নিচে। নদীর তীব্র স্রোত দুই পাড় ভেঙে বিলীন করে দিচ্ছে ঘরবাড়ি, জনপদ। পানির তীব্র স্রোত বাঁধ ভেঙে ভাসিয়েছে ফসলের খেত। দেশের প্রায় সব নদীর পানি বেড়ে বিপত্সীমার ওপর দিয়ে বইছে। এখন পর্যন্ত ৩১টি জেলার প্রায় ৪০ লাখে বেশি মানুষ পানিবন্দি হয়ে পড়েছে। ডুবে গেছে দেশের এক-তৃতীয়াংশ এলাকা। এখন শ্রাবণ চলছে ফলে সামনে শ্রাবণ পেরিয়ে ভাদ্র পর্যন্ত যে আরো কয়েক দফা বন্যা হতে পারে সে আশঙ্কা রয়েই গেছে। গত বছর ২০১৯ সালে তো ৬০ বছরের রেকর্ড ভেঙে অক্টোবরেও বন্যা হয়েছিল।

পানি বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বর্ষায় ঐতিহাসিকভাবেই বাংলাদেশে বন্যা হয়। কারণ, নদীবাহিত পলি জমে জমেই এই বদ্বীপের জন্ম। বাংলাদেশের

ভোলা ও মনপুরা দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত।

১৮৭১ সালে রাজশাহী ও আরো কিছু জেলায় ব্যাপক বন্যা হয়। শস্য, গবাদি পশুসহ জানমালের ব্যাপক ক্ষতি হয়। এটি ছিল রাজশাহীতে রেকর্ডকৃত এ যাবত্কালের সবচেয়ে ভয়ংকর বন্যা।

১৮৭৬ সালে বরিশাল ও পটুয়াখালী দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মেঘনা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৬ দশমিক ৭১ মিটার উঁচু হয়ে গলাচিপা ও বাউফলের ব্যাপক ক্ষতির হয়। ২ লাখ ১৫ হাজার মানুষের জীবনহানি হয়। বন্যার অব্যবহিত পরে কলেরাতেও মানুষের মৃত্যু হয়।

১৯১৫ সালে ময়মনসিংহে তীব্র বন্যা হয়। ১৮৫৯ সালে ব্রহ্মপুত্র নদীর গতিপথ পরিবর্তনের কারণে তিস্তা নদীর যে বন্যা হয়েছিল তার সঙ্গে সেই বছরের বন্যার ক্ষয়ক্ষতি ছিল সমান।

১৯৫৪ সালের ২ আগস্ট ঢাকা শহর পানির তলে নিমজ্জিত হয়। ১ আগস্ট সিরাজগঞ্জে যমুনা নদীর পানির উচ্চতা ছিল ১৪.২২ মিটার এবং ৩০ আগস্ট হার্ডিঞ্জ ব্রিজের কাছে গঙ্গা নদীর পানির উচ্চতা ছিল ১৪.৯১ মিটার।

১৯৫৫ সালে ঢাকা জেলার ৩০ শতাংশ এলাকা প্লাবিত হয়েছিল। বুড়িগঙ্গা ১৯৫৪ সালের সর্বোচ্চ সীমা ছাড়িয়ে যায়।

১৯৬৬ সালে ঢাকা জেলার অন্যতম প্রলয়ংকরী বন্যাটি হয় ৮ জুন। ১৫ সেপ্টেম্বর ৫২ ঘণ্টা একনাগাড়ে বৃষ্টির ফলে ঢাকা শহর প্রায় ১২ ঘণ্টা ১.৮৩ মিটার পানির নিচে তলিয়ে ছিল।

১৯৮৭ সালে জুলাই-আগস্ট মাসে বন্যায় বড় ধরনের বিপর্যয় হয়। প্রায় ৫৭ হাজার ৩০০ বর্গকিলোমিটার এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত (সারা দেশের ৪০ শতাংশ এর বেশিা)। এ ধরনের বন্যা ৩০ থেকে ৭০ বছরে একবার ঘটে। দেশের ভিতরে এবং বাইরে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতই বন্যার প্রধান কারণ ছিল। ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিমাঞ্চল, গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র একীভূত হওয়ায় নিচের অঞ্চল, খুলনা এবং মেঘালয় পাহাড়ের সংলগ্ন অঞ্চল বন্যা কবলিত হয়।

১৯৮৮ সালে আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে বন্যায় ভয়ংকর বিপর্যয় নেমে আসে। প্রায় ৮২ হাজার বর্গকিলোমিটার এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয় (সারা দেশের ৬০ শতাংশ এর বেশি)। এ ধরনের বন্যা ৫০ থেকে ১০০ বছরে একবার ঘটে। বৃষ্টিপাত এবং একই সময়ে (তিন দিনের মধ্যে) দেশের তিনটি প্রধান

নদীর প্রবাহ একই সময় মিলিত হওয়ার ফলে বন্যার এই প্রলয়ংকরী রূপ দেখা দেয়। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা শহরও প্লাবিত হয়। সেই বন্যার স্থায়িত্বকাল ছিল ১৫ থেকে ২০ দিন।

১৯৯৮ সালের বন্যায় সারা দেশের দুই-তৃতীয়াংশের বেশি এলাকা দুই মাসের অধিক সময় বন্যা কবলিত থাকে। বন্যার ব্যাপ্তি অনুযায়ী এ বন্যাকে ১৯৮৮ সালের বন্যার সঙ্গে তুলনা করা হয়ে থাকে।

সূত্র- ইত্তেফাক

এক দশকেও তিস্তা চুক্তি করতে পারেনি সরকার: মির্জা ফখরুল

দেশে বন্যার জন্য সরকারের নতজানু পররাষ্ট্রনীতিকে দায়ী করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

তিনি বলেছেন, তিস্তার চুক্তির কথা ফলাও এই সরকার প্রচার করলেও গত এক দশকে সে চুক্তি করতে সক্ষম হয়নি। উজানে ভারত থেকে নেমে আসা পানিতে নদী অববাহিকার মানুষ সর্বস্বান্ত হচ্ছে।

সোমবার এক ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে বিএনপি মহাসচিব এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, দেশের মানুষকে আশা দিয়ে এক দশকেও সরকার তিস্তা চুক্তি করতে পারেনি। অথচ একের পর এক ট্রানজিট, বন্দর ব্যবহার, বিদ্যুৎ ক্রয়সহ অসংখ্য অসম চুক্তি স্বাক্ষর করেছে।

বিএনপি মহাসচিব বলেন, ভারত অভিন্ন নদীগুলোর সকল বাঁধ-ব্যারেজের গেট খুলে দেয়ায় উজান থেকে নেমে আসা বন্যার পানিতে বাংলাদেশের ব্রহ্মপুত্র, যমুনা, মেঘনা, মহানন্দ, পদ্মা, তিস্তা ও ধরলা নদীর অববাহিকায় ৩৪টি জেলা ইতোমধ্যেই প্লাবিত হয়েছে।

তিনি বলেন, কয়েকটি জেলায় এক মাসের মধ্যে ২-৩বার বন্যার পানি উজান থেকে এসে বাড়ি-ঘর, ফসলের ক্ষেত ভাসিয়ে নিয়ে গেছে।

‘ভারতের সঙ্গে অভিন্ন নদী ১৫৪টি। একমাত্র পদ্মার ফারাক্কা বাঁধ ব্যতীত কোনটারই কোনো পানি বণ্টন চুক্তি ভারতের অনীহার কারণে সম্পূর্ণ হয়নি’।

দেশের বন্যা পরিস্থিতির কথা তুলে ধরে মির্জা ফখরুল আরও বলেন, একদিকে করোনাভাইরাস মোকাবেলায় সরকারের চরম ব্যর্থতা মানুষের জীবন ও জীবিকাকে বিপন্ন করে তুলেছে, অন্যদিকে উজানে ভারত থেকে বন্যার পানি নেমে আসায় সম্পদহানি, বাড়িঘর ভেঙে যাওয়া, গবাদি পশুর মৃত্যু, ফসলহানি দেশের মানুষকে সীমাহীন কষ্ট ও অর্থনৈতিক অসহায়ত্বের মধ্যে ফেলেছে।

সূত্র- যুগান্তর

প্রধানমন্ত্রীর কাছে ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীর খোলা চিঠি

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে খোলা চিঠি লিখেছেন গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ও ট্রাস্টি ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী।

সোমবার দুপুরে প্রধানমন্ত্রীর তেজগাঁও কার্যালয়ে চিঠিটি পৌঁছে দেয়া হয়েছে বলে গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেছেন গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রেস উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম মিন্টু।

২ হাজার ৬৬৪ শব্দের খোলা চিঠিতে এই মুক্তিযোদ্ধা দেশের চলমান পরিস্থিতি, সংকট নিয়ে লিখেছেন। চিঠিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ঈদুল আজহার দিন গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার বাসভবনে তাকে দেখতে যেতে বলেছেন। এমনটা করলে দেশের জনগণ খুশি হবে বলেও জানিয়েছেন জাফরুল্লাহ চৌধুরী।

চিঠির শুরুতে ডা.জাফরুল্লাহ চৌধুরী লিখেছেন, প্রিয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে একজন নাগরিকের খোলা চিঠি।

অতীতে আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে এই খোলা চিঠি লিখছি। আশা করি, প্রধানমন্ত্রীর দফতরের কেউ না কেউ আমার এই খোলা চিঠিটি আপনার নজরে আনবেন এবং আমি একটি প্রাপ্তি স্বীকার পত্র পাব। প্রিয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে এটাই একজন নাগরিকের আকাঙ্ক্ষা।

সূত্র- যুগান্তর

দেশে আরও ৩৭ জনের মৃত্যু, শনাক্ত ২৭৭২

করোনাভাইরাসে গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে আরও ৩৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে দেশে মোট ২ হাজার ৯৬৫ জন কোভিড রোগী মারা গেলেন।

এই সময়ে ২ হাজার ৭৭২ জন শনাক্ত হয়েছেন। এ নিয়ে দেশে মোট শনাক্ত হলেন ২ লাখ ২৬ হাজার ২২৫ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ১ হাজার ৮০১ জন এবং মোট সুস্থ ১ লাখ ২৫ হাজার ৬৮৩ জন।

সোমবার স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক নাসিমা সুলতানা নিয়মিত ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য জানান।

তিনি জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় ১২ হাজার ৮৫৯টি নমুনা পরীক্ষা করে ২ হাজার ৭৭২ জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে। মোট আক্রান্ত ২ লাখ ২৬ হাজার ২২৫ জন।

ডা. নাসিমা জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় ৩৭ জন মারা গেছেন। এর মধ্যে পুরুষ ২৬ জন ও নারী ১১ জন। এ নিয়ে মোট মারা গেলেন ২ হাজার ৯৬৫ জন।

এ পর্যন্ত যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ২ হাজার ৩৩২ জন আর নারী ৬৩৩ জন।

তিনি আরও জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ১ হাজার ৮০১ জন এ পর্যন্ত সুস্থ ১ লাখ ২৫ হাজার ৬৮৩ জন।

শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার ৫৫ দশমিক ৫৬ শতাংশ ও মৃত্যুর হার ১ দশমিক ৩১ শতাংশ।

স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক জানান, বয়স বিভাজনে ২১-৩০ বছরের মধ্যে একজন, ৩১-৪০ বছরের মধ্যে একজন, ৪১-৫০ বছরের মধ্যে ৭ জন, ৫১-৬০ বছরের মধ্যে ৭ জন, ৬১-৭০ বছরের মধ্যে ১২ জন, ৭১-৮০ বছরের মধ্যে ৮ জন এবং ৮১-৯০ বছরের একজন। এর মধ্যে হাসপাতালে ৩২ জন এবং বাড়িতে ৩ জন মারা গেছেন।

ডা. নাসিমা আরও জানান, বিভাগভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে, গত ২৪ ঘণ্টায় ঢাকা বিভাগে ২৪ জন, চট্টগ্রামে ৫, খুলনায় ২, রংপুরে ৩, বরিশালে ২ এবং ময়মনসিংহে একজন মারা গেছেন।

এ পর্যন্ত ঢাকা বিভাগে এক হাজার ৪৩২ জন, চট্টগ্রামে ৭২৬, রাজশাহী ১৭৪, খুলনায় ২০৮, বরিশালে ১১২, রংপুরে ১১১, সিলেটে ১৪০ এবং ময়মনসিংহে ৬২ জন মারা গেছেন।

গত বছরের ডিসেম্বরে চীন থেকে উৎপত্তি হওয়া প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস বাংলাদেশসহ বিশ্বের ২১৩টি দেশ ও অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে।

গত ১১ মার্চ করোনাভাইরাস সংকটকে মহামারী ঘোষণা করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)।

বাংলাদেশে প্রথম কোভিড-১৯ রোগীশনাক্ত হন ৮ মার্চ এবং এ রোগে আক্রান্ত প্রথম রোগীর মৃত্যু হয় ১৮ মার্চ।

সূত্র- যুগান্তর

প্রাথমিকে শিক্ষাবর্ষের মেয়াদ দুই মাস বাড়ানোর পরিকল্পনা

প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের শিক্ষাবর্ষের মেয়াদ দুই মাস বাড়িয়ে আগামী বছরের ফেব্রুয়ারিতে শেষ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। করোনা পরিস্থিতির মধ্যে অনির্ধারিত ছুটির ক্ষতি পুষিয়ে নিতে এমন পরিকল্পনা করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মো. জাকির হোসেন।

সোমবার শিক্ষা বিট সাংবাদিকদের একাংশ আয়োজিত ‘করোনায় প্রাথমিক শিক্ষার চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণে করণীয়’ শীর্ষক এক ভার্চুয়াল সেমিনারে তিনি এমন কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, করোনা পরিস্থিতির কারণে গত চার মাস ধরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখা হয়েছে। ক্ষতি পুষিয়ে নিতে আমরা নানা ধরনের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছি। দীর্ঘ দিন বিদ্যালয় বন্ধ থাকায় চলতি বছরের সিলেবাস সংক্ষিপ্ত করা হচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের অংশ থেকে এ সিলেবাস তৈরি করা হবে, গুরুত্ব কম হলে তা কমিয়ে আনার কাজ শুরু করা হয়েছে।

তিনি বলেন, আগামী সেপ্টেম্বর থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয় খোলার চিন্তাভাবনা রয়েছে। যদি এ সময়ের মধ্যে সংক্ষিপ্ত সিলেবাস শেষ করা সম্ভব হয় তবে চলতি বছরের ডিসেম্বরে ক্লাস মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পরবর্তী ক্লাসে উন্নীত হবে। আর যদি তা সম্ভব না হয় তবে চলতি বছরের শিক্ষাবর্ষ দুই মাস বাড়িয়ে তা আগামী ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত নেয়ার পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

পদ্মা ব্যাংকের অর্থ আত্মসাতে

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]